104

তারিখ ... ২২/১২/২০০০ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক সংবাদ

লেখাপড়ার মান বাড়াতে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঠিকমতো লেখাপড়া হয় না, লেখাপড়ার মান নিম্নমুখী— শিক্ষা সম্পর্কে এ অভিযোগগুলো অত্যন্ত পুরনো। তবু এই চরম দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দেশের সচেতন মহল থেকে নিয়মিত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করা হয়। এ পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য সরকারি পর্যায়ে নানারকম পদক্ষেপও গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার সার্বিক অবক্ষয় তাতে রোধ করা যাচ্ছে না। তবে আশার কথা হচ্ছে, ইদানীং শিক্ষা নিয়ে বেসরকারি পর্যায়েও কিছু কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজধানীর কয়েকটি বেসরকারি কলেজে এমন একটি ইতিবাচক উদ্যোগের খবর সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে রাজধানীর কয়েকটি বেসরকারি কলেজ সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় এক কলেজের শিক্ষককে অন্য কলেজে প্রেরণ, বছরে কমপক্ষে ৪ বার কর্তৃপক্ষের সাথে অভিভাবকদের আনুষ্ঠানিক মতবিনিময়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, আবুজর গিফারী কলেজ, খিলগাঁও আদর্শ কলেজসহ ১০টি বেসরকারি কলেজ সমন্বিত এই কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্তের আওতায় কলেজগুলোতে বছরে কমপক্ষে ৪ বার অভিভাবকদের সাথে আনুষ্ঠানিক মতবিনিময় করা হবে। এই সভায় উপস্থিত অভিভাবক তার সন্তান অথবা পোষ্যের কলেজে উপস্থিতির হার, লেখাপড়ার অগ্রগতিসহ প্রয়োজনীয় তথ্য জানার সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোন অভিযোগ অথবা মতামত থাকলে তাও ব্যক্ত করতে পারবেন। ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে কোন অভিযোগ অথবা পরামর্শ থাকলে তাও কলেজ কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের জানাবেন। সভায় কলেজের কৃতী ছাত্রছাত্রীর অভিভাবককে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। লেখাপড়ার মান উন্নত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত কলেজগুলোতে বিষয়ওয়ারি শিক্ষক বিনিময়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক কলেজের অভিজ্ঞ শিক্ষক অন্য কলেজে অতিথি শিক্ষক হিসেবে নির্ধারিত সময়ের জন্য পাঠদান করবেন। এই কলেজগুলোতে লেখাপড়ার মান উন্নত করার জন্য প্রয়োজনে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করার ব্যাপারেও কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা। ক্রীড়া, সংস্কৃতি, বিতর্কসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও নেয়া হবে। শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য এই উদ্যোগ যে প্রশংসনীয় এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রয়োজন এই উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন এবং তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। আমাদের দেশে অনেক ভাল ভাল পরিকল্পনার কথাই শোনা যায়; কিন্তু সেগুলো বড় বেশি বাস্তবায়িত হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেসব পরিকল্পনা অন্ধকারে হারিয়ে যায়। উল্লিখিত উদ্যোগের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটবে না বলেই আমরা আশা রাখি।

আসলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে কোন ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকেই উদ্যোগ আসা দরকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলে যদি সচেতন হন তাহলে শিক্ষার মান উন্নত হতে বাধ্য। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সত্যিকারের আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আর শিক্ষকদের ক্ষেত্রে শুধু আন্তরিকতা থাকলেই চলে না, এর সাথে যোগ্যতা বা উপযুক্ত মান থাকাটাও জরুরি। এ জন্য ব্যক্তিগত উদ্যম বা তাগিদ প্রয়োজন। যোগ্য হয়ে ওঠার কোন সহজ-সরল পথ নেই। ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং প্রতিনিয়ত চর্চা-অনুশীলনের মাধ্যমেই শুধুমাত্র যোগ্য হয়ে ওঠা যায়। এ ব্যাপারে শিক্ষকদেরও ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। যদি আমরা এর ওর ওপর দোষ না চাপিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করি তাহলে শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সমাজের সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনা সম্ভব।

দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আজ ছাত্র-শিক্ষক- অভিভাবকদের নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সময় এসেছে। শুধু সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকলে চলবে না। শিক্ষাকে বাঁচাতে হলে, লেখা-পড়ার মান বাড়াতে হলে এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগই নতুন পথের দিশা দিতে পারে।